পূর্ণাঙ্গ চাণক্য নীতি দর্পণ

মূলশিক্ষা * রাজনীতি * অর্থনীতি * মনস্তত্ত্ব

বঙ্গানুবাদ

পরীক্ষিৎ শর্ম্মা

পূর্ণাঙ্গ

চাণক্য

নীতি দর্পণ

মূলশিক্ষা • রাজনীতি • অর্থনীতি • মনস্তত্ত্ব

সংকলন ও বঙ্গানুবাদ

পরীক্ষিৎ শর্ম্মা

M.Tech.(JU)

DEEP BEAST PUBLICATIONS

PURNANGA CHANAKYA NITI DARPAN
by Porikksit Sharma
publisher Deep Beast Publications

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০২৬

প্রকাশনায়:
ডীপ্ বিস্ট্ পাবলিকেশন্স
ফ্ল্যাট ১c, দ্বিতীয় তল (ফার্স্ট ফ্লোর)
৯৬/৪, অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-২
deepbeast0@gmail.com

মুদ্রণে:
শ্রী কৃষ্ণ প্রিন্টিং,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও বর্ণবিন্যাসে:
শ্রী ওয়ার্কশপ,
হাওড়া-২

©সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 978-93-5914-139-8

জয়তু গুরুদেব

বিষয়-সূচী

ভূমিকা	---	*i*
চাণক্যের জীবন : ইতিহাস, বিতর্ক ও উপাখ্যান	---	*vii*
মানচিত্র : মৌর্য সাম্রাজ্য আনুমানিক ৩০৩খ্রী:পূ:	---	*xxiii*

❉ পূর্ণাঙ্গ চাণক্য নীতি দর্পণ ❉

প্রথম অধ্যায় : প্রজ্ঞা (১৭)*	---	১
দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকনীতি (২০)	---	৭
তৃতীয় অধ্যায় : গার্হস্থ্য (২১)	---	১৪
চতুর্থ অধ্যায় : ধর্মনীতি (১৯)	---	২২
পঞ্চম অধ্যায় : সম্বন্ধ (২৩)	---	২৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : সংযম (২২)	---	৩৭
সপ্তম অধ্যায় : নীতিকৌশল (২১)	---	৪৫
অষ্টম অধ্যায় : শুচিতা (২৩)	---	৫৩
নবম অধ্যায় : বৈরাগ্য (১৪)	---	৬২
দশম অধ্যায় : শিক্ষা (২০)	---	৬৮
একাদশ অধ্যায় : অর্থনীতি (১৮)	---	৭৬
দ্বাদশ অধ্যায় : সাধুসঙ্গ (২৩)	---	৮৪
ত্রয়োদশ অধ্যায় : আত্মজ্ঞান (২১)	---	৯৫
চতুর্দশ অধ্যায় : জীবনবোধ (২০)	---	১০৩
পঞ্চদশ অধ্যায় : আসক্তি (১৯)	---	১১০
ষোড়শ অধ্যায় : মর্যাদা (২০)	---	১১৮
সপ্তদশ অধ্যায় : উপসংহার (২১)	---	১২৬
সংযোজনী-১ (২)	---	১৩৫

** অধ্যায়ক্রমে শ্লোকসংখ্যা*

ভূমিকা

চাণক্য-বিষ্ণুগুপ্ত-কৌটিল্য
(আনুমানিক ৩৭৫-২৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ভারতীয় ইতিহাসে তাঁকে দীর্ঘদিন আধা-ঐতিহাসিক কিংবদন্তি চরিত্র হিসাবেই ধরা হতো। ১৯০৫ সালের আগে কেবল এই মহামানবের উপস্থিতি আন্দাজ করা যেত জৈন-বৌদ্ধ-পুরাণ গ্রন্থে, কেবল কিছু কথা, সামান্য কিছু উক্তি – ব্যাস। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের রাজসভায় আসা বিশ্বপথিক মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা' মূলরূপে আর পাওয়া যায় না (পরবর্তী লেখকদের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তার অংশবিশেষ টিকে আছে মাত্র)। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতজ্ঞ তথা লাইব্রেরীয়ান শ্যামাশাস্ত্রী মহাশয়ের হাত ধরে যে পান্ডুলীপি প্রকাশ্যে আসে, তা-ই মহান এই রাজগুরু – সত্যদ্রষ্টা – পণ্ডিত – অধ্যাপক – মন্ত্রী – চির নবীন – জ্ঞান প্রবীণ – আঁধার জয়ী – আলোর উৎসারী মহাপুরুষের, ইতিহাসে বাস্তব উপস্থিতি সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে। বোঝা যায় 'আধুনিক রাজনীতির জনক' রেনেসাঁস যুগের কেন্দ্রবিন্দু ফ্লোরেন্সের নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির(১৪৬৯-১৫২৭খ্রিস্টাব্দ) বহু আগে ভারতে এমন এক মহীরূহ জন্ম নিয়েছিলেন, যিনি ভারতের শিকড় থেকে আত্মা সবকিছুর এক অনন্য ধারা নির্মাণ করেন।

যে ব্যক্তির জীবনটাই একটা আশ্চর্য। যে ব্যক্তি কেবল অপমানের প্রতিশোধ নিতে একটা শক্তিশালী রাজত্বকে ভেঙে দিয়ে রাস্তার পাশ থেকে নিয়ে যাওয়া (প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী) মাতা মুরার পুত্র চান্দু-কে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বানাতে পারেন; আজ থেকে প্রায় ২৩০০বছর আগে 'বিষ-সহিষ্ণুতা' (Mithridatism) পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ এবং সফলভাবে ব্যবহার করতে পারেন, এমনকি ষষ্ঠ মিথ্রীডিটিস (১৩৫-৬৩ খ্রিস্টপুর্বাব্দ)-এর জন্মের আগেই; তাঁর সম্পর্কে আন্দাজ করা আমার পক্ষে সামান্য

পিপীলিকার পক্ষে ঐরাবত সম্পর্কে ধারণা করার মতই। এই বই অনেকটা সেরকমই একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

চাণক্য-কে জানা সম্ভবত ভারতের প্রতিটি মানুষের অন্তত এক মুহূর্তেরও স্বপ্ন, এবং আমিও তার ব্যতিক্রম না। দুঃখের বিষয় আমার পড়াশোনা বিজ্ঞান ভিত্তিক; যা বর্তমান ঔপনিবেশিক প্রভাবিত ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আমাকে রাজনীতি (Political-Science) এবং দর্শন সাহিত্য(Philosophy) থেকে বেশ খানিকটা দূরেই রেখেছিল। এই পরিস্থিতিতে আমার সামনে দুটি বাধা এসে দাঁড়ায়, প্রথমত সংস্কৃত এবং দ্বিতীয়ত সাহিত্য ও ধর্মকেন্দ্রিক ভাব।

প্রথম বাধা অতিক্রম করাটা আমার পক্ষে কিছুটা সহজ হয়। কারণ আমার মাতৃভাষা বাংলা, আর বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃতঘেঁষা ধারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় সংস্কৃতের সমান(বঙ্কিম সাহিত্য, মাইকেল কাব্য)। তারপর তো, আধুনিক কালে যেসব ব্যক্তি, সংস্কৃত অভিধান তৈরির মহান কাজ করেন, তাদের অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে।

পরবর্তী বাধা যে সাহিত্য ও ধর্মকেন্দ্রিক ভাব, তা আমার কাছে সহজবোধ্য ছিল না। তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমার বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মনেরই দ্বারস্থ হলাম প্রাচীন ভারতী বোঝার কাজে। আমার মনে হয়েছে, সমগ্র চাণক্য-গবেষণা যুক্তি ছাড়া একপ্রকার অসম্ভব। কারন যে মৌর্য সাম্রাজ্যের(৩২১-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অখন্ড ভারত আজ থেকে ২৩০০ বছর আগে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যন্ত, বঙ্গ থেকে সুরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা যুক্তিহীন অবস্থায়, বিজ্ঞান বিহীন কিভাবে সম্ভব?

এই বইকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিতে দেখার চেষ্টা করেছি, এবং এখনো পর্যন্ত একটি শব্দ-ও বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়েও অযৌক্তিক মনে হয়নি। চাণক্য অনেকগুলি শব্দ (ধর্ম, স্ত্রী, বিপ্র, শূদ্র

ইত্যাদি) ব্যবহার করেছেন যা আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে প্রবল অমানবিক মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় ২৩০০বছর আগে এই শব্দগুলির আলাদা অর্থ ছিল, যা এই ২৩০০বছরের কোনো এক সময়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বদলে দেওয়া হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ 'ধর্ম'-শব্দটির সম্পর্কে বলা যায়, যে সময়ে ভূ-ভারতে সনাতন ধর্ম ভিন্ন ধর্ম ছিল না [ভাগবত-পুরাণ(১/৩/২৪), অগ্নিপুরাণ(১৬/৪৯), স্কন্দপুরাণ, গরুড়পুরাণ ইত্যাদিতে গৌতম বুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতারের নবম অবতার বলে বিবেচিত। যিনি সনাতন ধর্মের বৈদিক মতের গোঁড়ামী দূর করতে আসেন। ইতিহাস ও উৎপত্তি ব্যাখ্যা করলে, বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন্য-এগুলিকে ভারত ভূখণ্ডের ধর্ম-দর্শনের বৃহৎ ধারার পৃথক পৃথক মতবাদ বলা যায়। বিভিন্ন শাস্ত্র-লেখ অনুসারে, মতভেদ থাকলেও একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা খুঁজে পাওয়া যায়]; যে সময়ে মানুষের বংশগত পদবী পর্যন্ত ছিল না (বর্তমানের কঠোর জন্মগত পদবী-ব্যবস্থা ও তার প্রশাসনিক স্থায়িত্ব ব্রিটিশ ভারতের জনগণনার পর বিশেষভাবে দৃঢ় হয়); সে সময়ে ধর্মই বা কি আর ব্রাহ্মণ-শূদ্র জাতিভেদ আসলে কি? চণ্ডাল কে, যবন কে (প্রচলিত মত অনুসারে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন সপ্তম শতাব্দীতে, যেখানে চাণক্যের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী)? আমার কখনও মনে হয়নি, যে ব্যক্তি এটা বলতে পারেন যে, "বৃদ্ধের জন্য তরুণী বিষ"(শ্লোক ০৪-১৫), তিনি বালিকাবিবাহ সমর্থন করতে পারেন। যিনি বলেন "যার মনে সকল জীবের প্রতি দয়া পূর্বেই বর্তমান; জ্ঞান–মোক্ষ হোক বা জটাভস্মে সাধনা তার কিই বা প্রয়োজন"(শ্লোক ১৫-০১), তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারেন। যিনি বলেন "এই পৃথিবীতে অর্থই মানুষের আসল বন্ধু"(শ্লোক ১৫-০৫), তিনি যে বাস্তব ছেড়ে কাল্পনিক তত্ত্বকথা শোনাবেন, তা মানতে কষ্ট হয় বৈকি। (শ্লোক ১৭-১০)-এ যিনি চারণামৃতের কথা বলছেন, তিনিই পরের (শ্লোক ১৭-১১)-এ বলছেন পা ধোয়া জল অপবিত্র। হয়তো তার মতো মুক্তমনা মহাপুরুষের পক্ষেই ২৩০০বছর আগে লেখা সম্ভব "দয়াহীন ধর্ম ত্যাগ করা

উচিত"(শ্লোক ০৪-১৬), যা বলতে আজও অনেক ধর্ম ব্যবসায়ীর অস্বস্তি হয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাঠকের নিজস্ব বিচারবোধের উপরই ন্যস্ত রইল। লেখকের মতামত পাঠককে প্রভাবিত না করে, স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দিক – এটাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। শুধু এটুকু বলা যায়— স্ত্রী ও ভার্যা, বিপ্র ও দ্বিজ, বন্ধু ও বান্ধব— শব্দগুলি সর্বদা সমার্থক নয়। শূদ্র সন্তান মাত্রই শূদ্র নয়; কর্ম, গুণ ও শিক্ষা জন্মের ঊর্ধ্বে স্থান পায়। আর স্বর্গ-নরক এই পৃথিবীতেই বর্তমান।

প্রসঙ্গত একটা বিষয় বলে রাখা ভালো, এই বই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নয়। এই বই চাণক্যের নীতিশাস্ত্র। যাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তাদের জন্য বলে রাখি, চাণক্যের দুই প্রকার জ্ঞান ভান্ডার পাওয়া যায় প্রচলিত সংস্কৃত-গবেষণা-সাহিত্যে। একটি অর্থশাস্ত্র, যা ১৫টি বই এবং ১৫০ অধ্যায়ের সমষ্টি, মূলত রাজতন্ত্রের তথা রাজনীতির খুঁটিনাটি বিষয়ক, ভাষ্য আকারে রচিত, গভীর চিন্তাশীল ধ্যানধারণার ভান্ডার। অপরদিকে চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, যা মূলত সাধারণ জনগণের জীবনকে উৎকৃষ্ট বানানোর চাবিকাঠি। এখানে প্রায় ৩৫০ শ্লোক পাওয়া যায়, যা অনেক ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর কিন্তু নিপাট সত্য।

এই বই মূলত ব্যাখ্যামূলক বই নয়। প্রতি শব্দ ব্যাখ্যা করতে একাধিক শ্লোক এবং অজস্র শব্দ তথা বাক্যের প্রয়োজন। আমি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যক্তি নই, যিনি চাণক্যকে নিজের নজরে দেখার চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে অসংখ্য অমূল্য বই প্রচলিত আছে। তা সত্ত্বেও দুটো বিষয় আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল যার সমাধানে আমার এই অতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। প্রথমত, পণ্ডিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের "কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থে বাংলায় আলোচিত হলেও, নীতি দর্পণ গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ রূপ বাংলা ভাষায় বেশ দুষ্প্রাপ্য। এবং দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষায় প্রচলিত বই অধিকাংশই সুগভীর ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ, যা পাঠকের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ কম দেয়। আমার এই

"পূর্ণাঙ্গ চাণক্য নীতি দর্পণ" আশা রাখি এই দুটি সমস্যার সমাধান করবে। সতেরো অধ্যায় – ৩৪২(মতান্তরে ৩৪৬) শ্লোক বিশিষ্ট "পূর্ণাঙ্গ চাণক্য নীতি দর্পণ" কেবল সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় উচ্চারণ এবং কেবল বঙ্গানুবাদ। তার সাথে প্রচলিত অধ্যায়-বিভাগ অপরিবর্তিত রেখে, প্রকৃতি অনুসারে প্রতি অধ্যায়ের নামকরণ করতে হয়েছে পাঠকের সুবিধার্থে। কারণ একদিকে অধ্যায়গুলির কোন প্রচলিত নাম পাওয়া যায় না; অপরদিকে বিষয়হীন অধ্যায়ের পাঠ বেশ অসুবিধাজনক, মাঝি ছাড়া নৌকার মতো। এখানে আমার ভূমিকা নগণ্যই। আমি কেবল তক্ষশীলার অর্থনৈতিক-রাজনীতির অধ্যাপক বিষ্ণুগুপ্তের ভাষাকে বর্তমান সমাজের পটভূমি তথা চিরন্তন যুক্তিবাদের জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি মাত্র। ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পাঠকের নিজস্ব মতাদর্শের উপর নির্ভর করবে, যে উদ্দেশ্য স্বয়ং চাণক্যেরও ছিল বলে আমার মত। পাঠকের মুক্তচিন্তার সমালোচনা-কে সাধুবাদ জানাই।

চাণক্যের শ্লোকগুলি বেশিরভাগটাই উপমা-নির্ভর কটাক্ষধর্মী জ্ঞান। বেশ কিছু জীবনমুখী শ্লোকের ভাব বা গঠন ভারতীয় অন্যান্য নীতিমূলক সাহিত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সেহেতু, অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোক এই শাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া আশ্চর্য নয়। এবং অপরদিকে দু'একটি শ্লোক একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। এই বইয়ের প্রতিটি শ্লোক – প্রতিটি জ্ঞান, স্মৃতিতে ধারণ করা তথা একক মানুষের জীবনে সম্পূর্ণরূপে পালন করা প্রায় অসম্ভব মনে হতে পারে। যদিও চাণক্যের মতেই এর সমাধান পাওয়া যায় , "পুরো শ্লোক, অর্ধেক শ্লোক, এমনকি অর্ধেকের অর্ধেক শ্লোক হলেও প্রতিদিন অধ্যয়ন করা উচিত"(শ্লোক ০২-১৩)। যে ব্যক্তি এর প্রতিটি শিক্ষা প্রতিটি জ্ঞান মস্তিষ্কে ধারণ করবেন, অথবা সামান্য কয়েকটি শ্লোকও জীবনে প্রয়োগ করবেন, তিনি দয়ালু হবেন বা শয়তান হবেন বলা মুশকিল, কিন্তু অপরাজেয় হবেন। পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে বিদ্বান প্রমাণিত হবেন, বুদ্ধিমান বিবেচিত হবেন এবং সর্বস্থানে সর্ব-অবস্থায় উপযুক্ত আসনে নিজেকে খুঁজে পাবেন। তবে মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে

এগুলি কোন মন্ত্র নয়, ম্যাজিক নয়; মূলত মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি এবং অর্থনীতির মেলবন্ধনে বিশেষ গবেষণা যা ২৩০০ বছর পরও পথ দেখাচ্ছে।

যারা যুক্তিবাদী, যারা জীবনকে চিনতে চান, মানুষ চিনতে চান, অনেক সময় সিদ্ধান্তহীনতা ঘিরে ধরে, সমাজে নিজের মেধা সফলভাবে তুলে ধরতে বাধা পান, যিনি প্রাচীন যুক্তি-পদ্ধতি বুঝতে চান তথা ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, প্রেমী, নারী-পুরুষ, সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ; তাদের জীবনে যদি চাণক্যের নীতি বিজ্ঞানের চিন্তাশৈলী কিছু মাত্র পথ দেখায় তাহলে আমার এই কাজ সফল হয়েছে বলে মনে করব।

জীবনের পথে নানা শিক্ষায় গুরু পেয়েছি। আজ আমি নিজেও পেশায় শিক্ষক। তবে শিক্ষক থেকে গুরু হয়ে ওঠার পথটা আজও আমি অতিক্রম করতে পারিনি হয়তো, তবু যতটুকু জ্ঞান হয়েছে ততটুকু দিয়েই শ্রদ্ধা জানাই সেই সব গুরুদের যারা না থাকলে শিক্ষার দুনিয়ায় আমার অস্তিত্বই থাকত না। যারা না থাকলে আমি শিষ্যই হতে পারতাম না।

প্রসঙ্গত একজনকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, যিনি গার্হস্থ্যের গোলাপ-কাঁটায় হাত রাঙিয়েও সর্বক্ষেত্রে পাশে থেকেছেন, যিনি আমার জীবনে না থাকলে হয়তো এই শাস্ত্রের মর্মই বুঝতাম না।

অবশেষে অগ্রিম ধন্যবাদ সেইসব পাঠককে, যারা আমার চিন্তার ত্রুটি সংশোধন করবেন, মতপার্থক্যের যুদ্ধক্ষেত্র রচনা করবেন, আমাকে যুক্তিচক্রব্যূহে ঘিরে ধরবেন।

স্নানযাত্রা
১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পরীক্ষিৎ শর্ম্মা

চাণক্যের জীবন : ইতিহাস, বিতর্ক ও উপাখ্যান

বৃহৎ বটবৃক্ষকে রৌদ্রের তাপও সহ্য করতে হয় বৃহৎ পরিমাণ। এমনই মানুষের মধ্যেও যারা প্রখর বুদ্ধিমান তাদের শত্রুরাও খুব কম বুদ্ধিমান হয় না।

চাণক্যকে অনেক সময় “ভারতের ম্যাকিয়াভেলি” বলা হয়। তবে আমার মতে, তুলনাটি পুরোপুরি যথাযথ নয়। কারণ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭খ্রিস্টাব্দ)-এর প্রায় ১৮০০বছর আগেই চাণক্য রাষ্ট্রনীতি, ক্ষমতার বাস্তবতা, গুপ্তচর ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো তথা রাজনীতি নিয়ে অর্থশাস্ত্রে লিখিতভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। এবং একইসাথে বৃহৎ নন্দ-সাম্রাজ্যের পতন করে সংগঠিত মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বরং বলা যায়, ভারতীয় রাজনৈতিক বাস্তববাদের অন্যতম প্রাচীন ও শক্তিশালী স্তম্ভ চাণক্য তথা কৌটিল্য-বিষ্ণুগুপ্ত।

চণক-পুত্র চাণক্য(আনুমানিক ৩৭৫-২৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) -এর জীবনের গল্পটা শুরু করার আগে মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি আলোচনা আবশ্যক। যে চাণক্য তথা কৌটিল্য-বিষ্ণুগুপ্ত প্রাচীন ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের (অশোক-সাম্রাজ্য) বীজ-বপন করেন, তার মৃত্যুর পর তাঁকেই প্রায় মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে ইতিহাসের পাতা থেকে। কালের গর্ভে নিরুদ্দেশ হয়েছে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, ইতিহাসের দলিল। দীর্ঘদিন তাকে ইতিহাসের পাতায় টিকে থাকতে হয়েছে কেবল কিংবদন্তি

ॐ

প্রথম অধ্যায়

প্রজ্ঞা

प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् ।
नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम् ॥ ०१-०१

প্রণম্য শিরসা বিষ্ণুং ত্রৈলোক্যাধিপতিং প্রভুম্।
নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতি সমুচ্চয়ম্॥ ০১–০১

স্বর্গ–মর্ত–পাতাল তিন লোকের অধিপতি স্বয়ং শ্রী বিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে
এখন বিভিন্ন শাস্ত্র সহযোগে রাজনীতির একটি সংকলন বর্ণনা করব।

अधीत्येदं यथाशास्त्रं नरो जानाति सत्तमः ।
धर्मोपदेशविख्यातं कार्याकार्यं शुभाशुभम् ॥ ०१-०२

অধীত্যেদং যথাশাস্ত্রং নরো জানাতি সত্তমঃ।
ধর্মোপদেশবিখ্যাতং কার্যাকার্যং শুভাশুভম্॥ ০১–০২

এই শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করবেন, তিনি হবেন মানবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
সত্ত্ব গুনের অধিকারী, ধর্মজ্ঞানে বিখ্যাত,
কার্য–অকার্য এবং শুভ–অশুভ সম্পর্কে জ্ঞানী।

सिंहादेकं बकादेकं शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात् ।
वायसात्पञ्च शिक्षेच्च षट्शुनस्त्रीणि गर्दभात् ॥ ०६–१५

সিংহাদেকং বকাদেকং শিক্ষেচ্চত্বারি কুক্কুটাৎ।
বায়সাৎপঞ্চ শিক্ষেচ্চ ষট্শুনস্ত্রীণি গর্দভাৎ॥ ০৬–১৫

সিংহের এক, বকের এক, মুরগির চার, কাকের পাঁচ,
কুকুরের ছয় এবং গাধার তিন শিক্ষা মানুষের নেওয়া উচিত।

प्रभूतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कर्तुमिच्छति ।
सर्वारम्भेण तत्कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते ॥ ०६–१६

প্রভূতং কার্য্যমল্পং বা যন্নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।
সর্বারম্ভেণ তৎকার্যং সিংহাদেকং প্রচক্ষতে॥ ০৬–১৬

কাজ বড় হোক অথবা অল্প, যে কাজ করার ইচ্ছা হয়,
সেই কাজ সিংহ সবার আগে যে কোনো ভাবে করে ফেলে।

इन्द्रियाणि च संयम्य बकवत्पण्डितो नरः ।
देशकालबलं ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधयेत् ॥ ०६–१७

ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো নরঃ।
দেশকালবলং জ্ঞাত্বা সর্বকার্যাণি সাধয়েৎ॥ ০৬–১৭

বক যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি ইন্দ্রীয় দোষ ভুলে সংযম রেখে
স্থান–সময়–শান্তি–জ্ঞান দিয়ে সব কাজ করে(মাছ ধরে),
তা মানুষের শেখা উচিত।

आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यच्छ्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम् ।
अनन्तपारमुपैति राजन् यद्दीयते तन्न लभेद्द्विजेभ्यः ॥ १२–०२

আর্তেষু বিপ্রেষু দয়ান্বিতশ্চ যচ্ছ্রদ্ধয়া স্বল্পমুপৈতি দানম্ ।
অনন্তপারমুপৈতি রাজন্ যদ্দীয়তে তন্ন লভেদ্দ্বিজেব্যঃ ॥ ১২–০২

আর্তকে এবং বিপ্রকে দয়া-বিনয়-শ্রদ্ধার সাথে সামান্য দান দিলেও তা অনেক হয়ে ফিরে আসে।
এবং রাজাকে অনেক দান করেও বীজ মাত্র ফেরত পাওয়া যায়।

दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुर्जने
प्रीतिः साधुजने स्मयः खलजने विद्वज्जने चार्जवम् ।
शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धूर्तता
इत्थं ये पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ॥ १२–०३

দাক্ষিণ্যং স্বজনে দয়া পরজনে শাঠ্যং সদা দুর্জনে
প্রীতিঃ সাধুজনে স্ময়ঃ খলজনে বিদ্বজ্জনে চার্জবম্ ।
শৌর্যং শত্রুজনে ক্ষমা গুরুজনে নারিজনে ধূর্ততা
ইত্থং যে পুরুষা কলাসু কুশলাস্তেষ্বেব লোকস্থিতিঃ ॥ ১২–০৩

সজ্জন কে দক্ষিণা প্রদানে, পরজনকে দয়া দেখিয়ে,
দুর্জন ব্যক্তির সাথে শঠতা করে, সাধু /সুজন ব্যক্তিকে ভালবাসা দিয়ে,
খল ব্যক্তিকে গোপন কাজের মাধ্যমে অবাক করে দিয়ে,
বিদ্বান ব্যক্তির কাছে সরলতা রেখে , শত্রুকে শক্তি প্রদর্শন করে,
গুরুজনের সকল দোষ ক্ষমা করে, নারী জনের ধূর্ততা মাথায় রেখে –
যে পুরুষ ভারসাম্য বজায় রাখে, তার কুশলতা বিখ্যাত হয়।

সংযোজনী

অতিরিক্ত শ্লোক

इन्द्रियाणि च संयम्य रागद्वेषविवर्जितः ।
समदुःखसुखः शान्तः तत्त्वज्ञः साधुरुच्यते ॥

ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য রাগদ্বেষবিবর্জিতঃ।
সমদুঃখসুখঃ শান্তঃ তত্ত্বজ্ঞঃ সাধুরুচ্যতে॥

যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখেন, রাগ ও দ্বেষ থেকে মুক্ত,
সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, শান্ত এবং তত্ত্বজ্ঞ –
তিনিই সাধু নামে পরিচিত।

মতান্তর ০৪–১৭

अध्वा जरा मनुष्याणां वाजिनां बन्धनं जरा ।
अमैथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणामातपो जरा ॥

অধ্বা জরা মনুষ্যাণাং বাজিনাং বন্ধনং জরা।
অমৈথুনং জরা স্ত্রীণাং বস্ত্রাণামাতপো জরা॥

মানুষের বার্ধক্যের কারণ অতিরিক্ত কষ্ট ও পরিশ্রম,
ঘোড়ার বার্ধক্যের কারণ তাকে বেঁধে রাখা।
নারীর বার্ধক্যের কারণ দাম্পত্য-সহবাসের অভাব,
আর বস্ত্রের বার্ধক্যের কারণ রৌদ্র।

"অত্যন্ত সরল স্বভাব কখনো উচিত নয়।
বনে গিয়ে দেখো, সোজা গাছ আগে কাটা হয়,
যদিও বাঁকা গাছ টিকে থাকে।"

শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মচারী-মালিক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
সিদ্ধান্তহীনতা, সিদ্ধান্তের সঠিক-বেঠিক অথবা মানুষ চেনার দুঃসহ বিভ্রান্তি -
এই যন্ত্রণায় ভোগেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যিই মুশকিল।

এই মুশকিলেরই মুশকিল-আসান আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে
কালের গর্ভে সঞ্চিত হয়েছে শুক্তির মাঝে মুক্তার মতো -
নিশ্চিন্তে নিভৃতে,
কোনো ডুবুরির অপেক্ষায়, কোনো উপযুক্ত জহুরীর অপেক্ষায়।

সেই মুক্তারই কয়েকটি তুলে আনার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই 'পূর্ণাঙ্গ চানক্য নীতি দর্পন'।
এরপর অপেক্ষা শুধু সেই জহুরীর -
যিনি এই মুক্তা দিয়ে বাস্তবের জীবনকে অলংকৃত করতে পারেন।

ISBN 978-93-5914-139-8
9 789359 141398

DEEP BEAST PUBLICATIONS | MRP : ₹299.00